গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র		
প্রস্তাবনা		
সেকশন ১:	রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২:	বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	
সেকশন ৩:	কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১:	শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২:	কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	
সংযোজনী ৩:	অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪:	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৫:	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৬:	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৭:	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৮:	তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নকারী ইউনিট হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ জেলার ০৯টি উপজেলা সহ পৌর এলাকা এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের আওতায় বিগত ৩(তিন) অর্থবছরে ৬৮৪৭ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, পরিক্ষামূলক নলকূপ, ১০ টি উৎপাদক নলকূপ, ৪২ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ১৫টি পাবলিক টয়লেট, হ্যান্ড ওয়াশ বেসিন নির্মাণ ৪৭ টি, ৯০.০ কিমি পাইপ লাইন, ২ কিমি প্রাইমারী ড্রেন, ২৩৬ টি স্কুলে ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারে ও টেস্ট কিট দ্বারা বিগত ৩(তিন) অর্থ বছরে ১,৬৬,৮৪৭ টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

সিরাজগঞ্জ জেলা নদী ভাঙ্গন ও চর অঞ্চল এলাকায় অবস্থিত । ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে পানির স্থিতিতলের (Water Table) ক্রম নিম্নমুখিতা, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার (Aquifer) এর দুষ্প্রাপ্যতা এ অঞ্চলে সুপেয় পানি প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়। দেশের অন্যান্য স্থানের মতো সিরাজগঞ্জ জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দকরণ। অধিদপ্তরের অন্যান্য স্থানের মতো সিরাজগঞ্জ জেলা দপ্তরের ব্যাপক জনবল সংকট উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বড় একটি চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িতকরণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

ভবিষ্যৎপরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত মানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শত ভাগে উন্নীতকরণ। এছাড়াও সিরাজগঞ্জ জেলা আর্সেনিকমুক্ত ভূ-গর্ভস্থ জলাধার (Aquifer) অন্বেষণ খুবই জরুরী।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ:

- গ্রামীণ এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/ উৎস স্থাপন - ২১৫৮ টি
- গ্রামীণ এলাকায় মিনি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম নির্মাণ - ০৫ টি
- পল্লী/পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ - ২৭ টি
- পৌর এলাকায় ইম্প্রুভড -২০০ টি
- পৌর এলাকায় ড্রেইন নির্মাণ – ৭.৭৩ কিঃমিঃ
- পরীক্ষাগারে পানির গুনগতমান পরীক্ষা/ পরিবিক্ষণ – ১৮১৫৮ টি
- পানির উৎস স্থাপনের তথ্য এমআইএস ইউনিটে প্রেরণ - ২১৫৮ টি
- পৌর এলাকায় হাউজ কানেকশন- ৫৬৯০ টি
- পৌর এলাকায় পাইপ লাইন নির্মাণ - ১০ কিঃমিঃ
- পৌর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ-০৮টি
- পৌর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ কানেকশন- ১৫০ টি
- ইস্টেট হাইড্রেন্ট ও কমিনাল বিন -৩০ টি
- ট্রান্সফার স্টেশন-০৪ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প: জনগনের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য: সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলার কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১) পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা,

২) পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা,

৩) পল্লী ও পৌরএলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন,

৪) পৌর এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫) পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি:

- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয় সরকার, বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান। ও
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।